ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি:

জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭

৩০ আগস্ট ২০১৮

প্রেক্ষাপট

- সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এ জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত আটটি খানা জরিপ সম্পন্ন হয়েছে
- টিআইবি'র পূর্ববর্তী জরিপ ও গণমাধ্যমের তথ্য মতে বাংলাদেশে সেবা খাতগুলোতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি সংগঠিত হয়ে থাকে
- সেবা খাতে দুর্নীতি আর্থিক লেনদেনের মাপকাঠিতে তুলনামূলকভাবে কম মাত্রার হলেও সাধারণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও সেবা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়; তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা ও তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ এর লক্ষ্য ১৬.৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে। টিআইবি'র খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সেবা খাতসমূহে দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরবে, যা এসডিজি'র এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করবে

জরিপের আওতা

- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে; খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা: ‘সেবাখাতে ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার’
- দুর্নীতির আওতা: সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে দুর্নীতির শিকার হয়
    - ঘুষ (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন ও অর্থ আত্মসাৎ)
    - সম্পদ আত্মসাৎ
    - প্রতারণা
    - দায়িত্বে অবহেলা
    - স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার
    - বিভিন্ন ধরনের হয়রানি

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত

১. শিক্ষা	৯. ব্যাংকিং
২. স্বাস্থ্য	১০. বিআরটিএ
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১১. কর ও শুল্ক
৪. ভূমি সেবা	১২. এনজিও
৫. কৃষি	১৩. পাসপোর্ট
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১৪. বীমা
৭. বিচারিক সেবা	১৫. গ্যাস
৮. বিদ্যুৎ	১৬. অন্যান্য

সুনির্দিষ্ট খাত নির্বাচন

- ২০১৫ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে যে সকল খাত থেকে কমপক্ষে ২% খানা সেবা গ্রহণ করেছে, সেগুলোকে এ জরিপে প্রধান খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এ সেবা খাতগুলোর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম
- টিআইবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণায় ও গণমাধ্যমে এসব খাতে দুর্নীতির ঝুঁকি চিহ্নিত ও আলোচিত হয়

খানা জরিপের উদ্দেশ্য

মূল উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- খানাসমুহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়

- সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময়: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭
- জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়: ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত **Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS)** ব্যবহার করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (**Three Stage Stratified Cluster Sampling**) পদ্ধতিতে এ জরিপের নমুনায়ন করা হয়েছে

    - প্রথম পর্যায়ঃ দেশের আটটি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিবেচনায় ১৬টি স্তরে বিভাজন করে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ১,৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৮৫৮টি, শহরাঞ্চল-৪৬২টি) গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন

    - দ্বিতীয় পর্যায়ঃ নির্বাচিত গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০ খানা সংবলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুচ্ছে ভাগ করে দৈবচয়নের মাধ্যমে একটি গুচ্ছ নির্বাচন এবং নির্বাচিত গুচ্ছ হতে ১০০টি খানার তালিকা তৈরি (পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে ভৌগোলিক ও জনবসতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে ১০০টি খানা না পাওয়া গেলে কমপক্ষে ৬০টি খানার তালিকা তৈরি)

    - তৃতীয় পর্যায়ঃ তালিকাকৃত ১০০টি খানা থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়নের (**Systematic Sampling**) মাধ্যমে ১২টি খানা নির্বাচন

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি

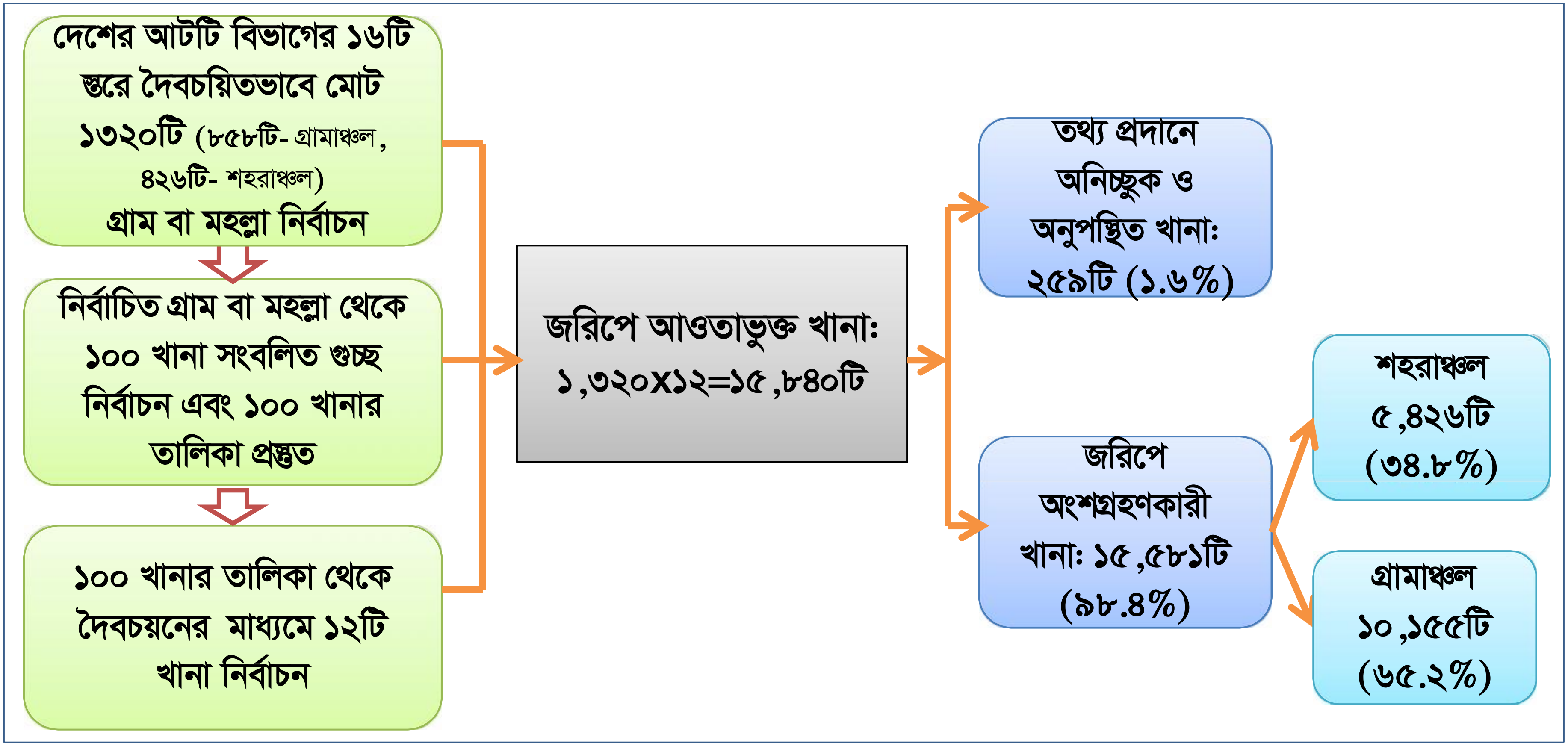

- আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে এ নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষতার মানদণ্ড নিশ্চিত করে
- ত্রুটির সীমা (মার্জিন অব এরর): সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার খানার হারের ত্রুটির সীমা যথাক্রমে ±১.৭% ও ±১.৮%

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	১,৯০৩	১,২০৬	৩,১০৯
চট্টগ্রাম	১,৫৩৪	৯৮১	২,৫১৫
রাজশাহী	১৪১৩	৭৩৬	২,১৪৯
খুলনা	১,২৬২	৬৮৭	১,৯৪৯
বরিশাল	৮৫৬	৪৫১	১,৩০৭
রংপুর	১,২৮৮	৬৮৮	১,৯৭৬
সিলেট	৮৭৬	৪৭৭	১,৩৫৩
ময়মনসিংহ	১,০২৩	২০০	১,২২৩
মোট খানা	**১০,১৫৫**	**৫,৪২৬**	**১৫,৫৮১**

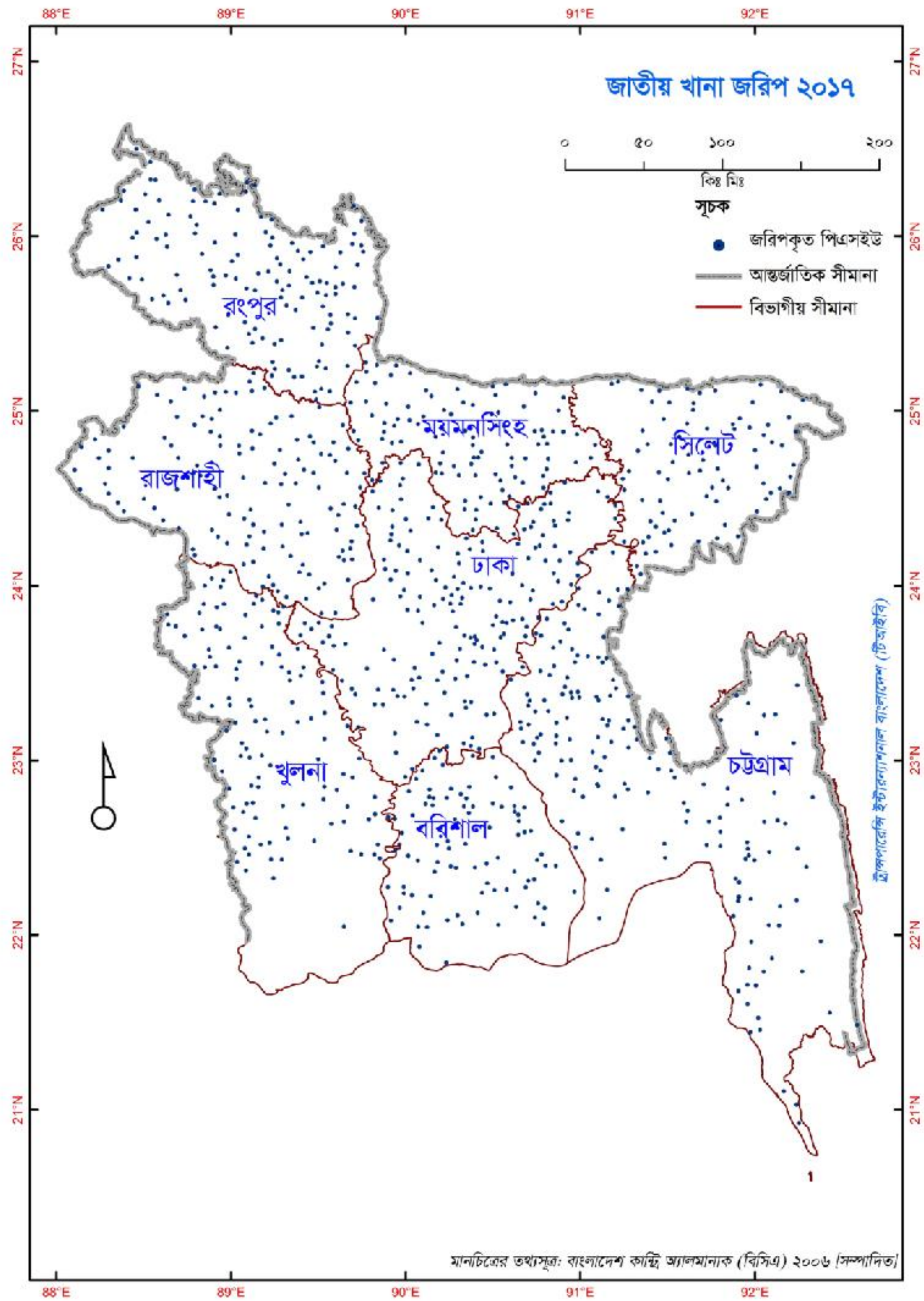

২০১৭ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা মহল্লার অবস্থান

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

- জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সহায়তায় টিআইবি'র গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক ও অভিজ্ঞ ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৮০ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ
- মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের ১১ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর ফিল্ড টেস্ট ও ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ
- তথ্যসংগ্রহের জন্য **KoBoToolbox App** এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে **(smart phone)** প্রশ্নপত্র পূরণ
- জরিপকালীন সময়ে টিআইবির গবেষণা দল কর্তৃক প্রতিটি দলের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান
- জরিপকালীন সময়ে পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই
- সার্বিকভাবে, দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৪০.৮% সাক্ষাৎকার বা প্রশ্নপত্র যাচাই (অ্যাকম্পানি চেক ১৮.০%, ব্যাক চেক ১১.৬%, স্পট চেক ১১.৫%, টেলিফোন চেক ২.৬%)
- জরিপে প্রাপ্ত তথ্য ভর **(weight)** দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে
- জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ।

খানার উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য

খানার সদস্যদের নারী-পুরুষ অনুপাত

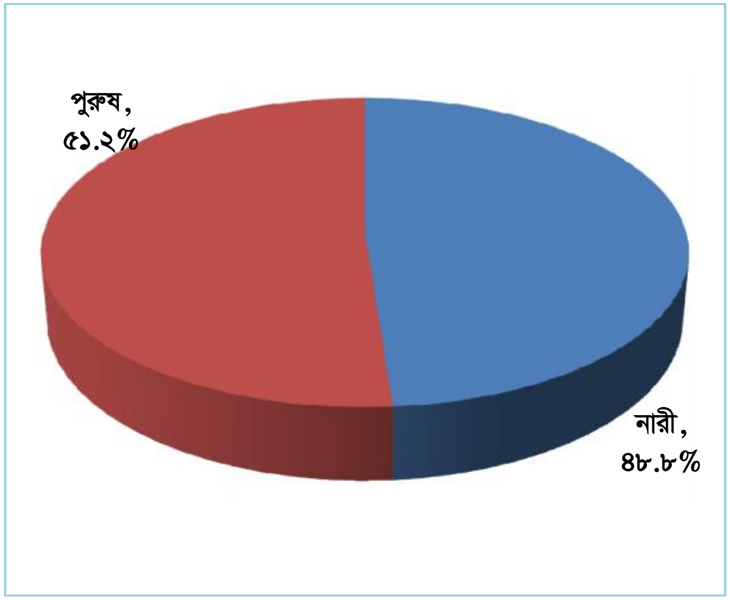

খানা প্রধানের ধর্ম

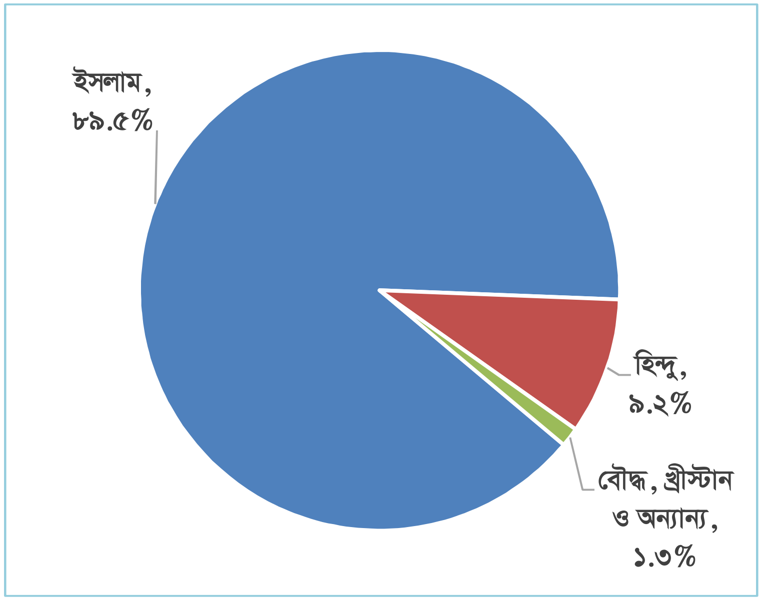

নির্দেশক	জরিপের ফলাফল	বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত গণশুমারী ২০১১ ও আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬
খানার নারী-পুরুষ অনুপাত	নারী- ৪৮.৮%; পুরুষ-৫১.২%	নারী- ৪৯.৯%; পুরুষ-৫০.১%
খানা প্রধানের ধর্ম	ইসলাম-৮৯.৫%; হিন্দু-৯.২%; অন্যান্য-১.৩%	ইসলাম -৯০.৩৯%; হিন্দু-৮.৫৪%; অন্যান্য -১.০৭%
খানা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৪৬	৪.৩৫
খানা প্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালি - ৯৮.৯% অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী-১.১%	বাঙালি- ৯৮.৯% অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী- ১.১%
খানার মাসিক গড় আয় (টাকা)	১৭,৮৫৬	১৫,৯৪৫ (২০১৬)
খানার মাসিক গড় ব্যয় (টাকা)	১৫,৫০৭	১৫,৭১৫ (২০১৬)

খানার উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য

নির্দেশক	জরিপের ফলাফল
খানা প্রধানের লিঙ্গ	নারী-৮.৪%; পুরুষ-৯১.৬%
খানা প্রধানের গড় বয়স	৪৫ বছর

খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

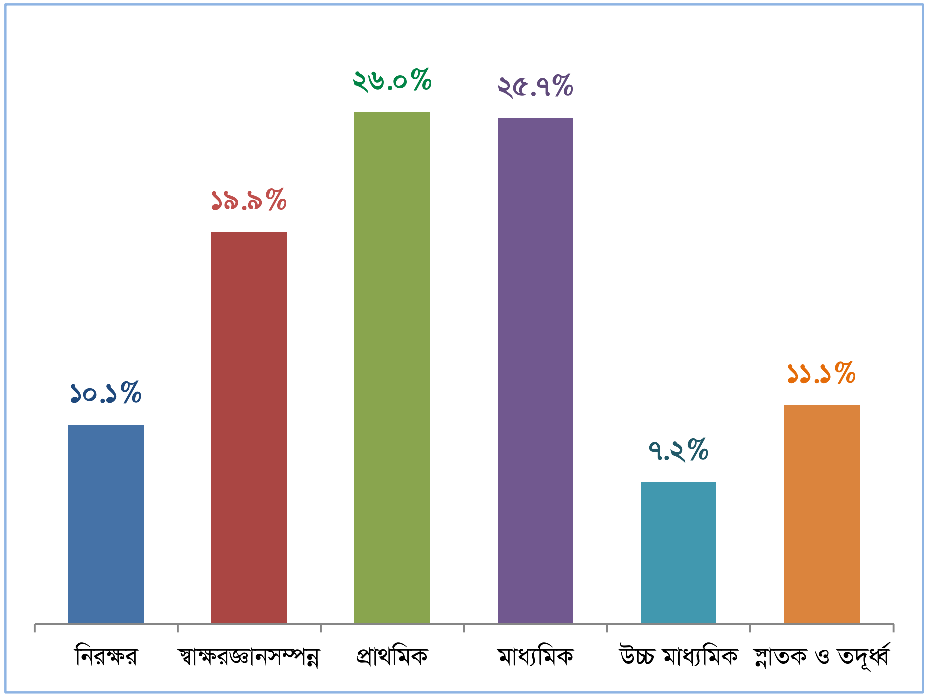

খানা প্রধানের পেশা

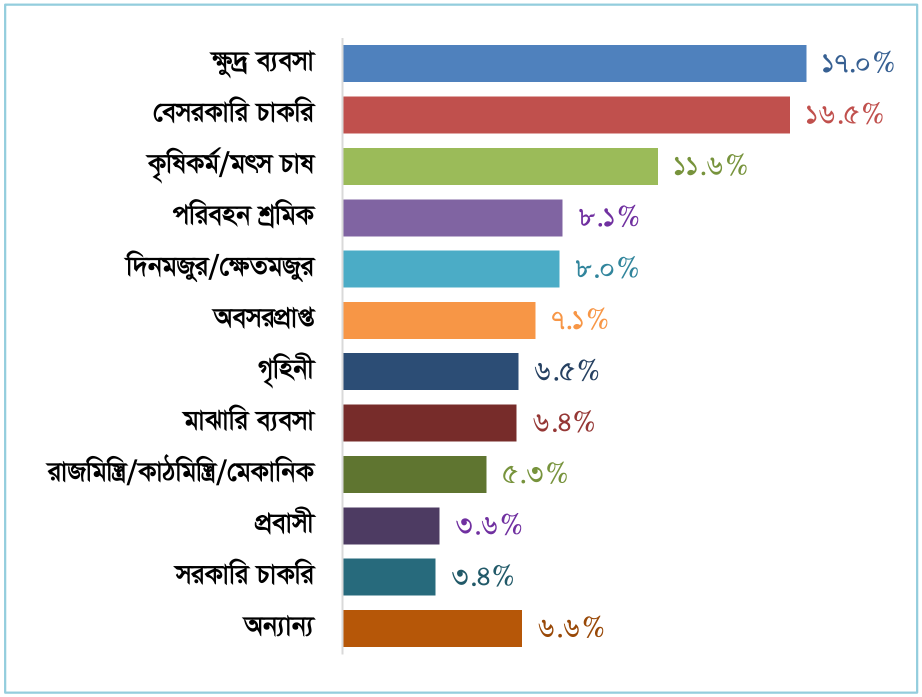

বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহীতা খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৯৯.৯	৯৯.৯	৯৯.৯
১	বিদ্যুৎ	৮৭.৩	৯৭.৯	৯৩.৩*
২	স্বাস্থ্য (সরকারি এবং বেসরকারি)	৮৭.৮	৮৪.৬	৮৬.০
৩	শিক্ষা (সরকারি, এমপিওভুক্ত এবং বেসরকারি)	৬৮.৯	৭২.১	৭০.৭
৪	ব্যাংকিং	৬৩.৯	৬৯.৫	৬৭.১
৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৬৫.৮	৪৫.৮	৫৪.৪
৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৪৪.১	৩৩.২	৩৭.৯
৭	বীমা	১৬.৪	১৯.৫	১৮.২
৮	ভূমি সেবা	১৫.৩	১৬.৬	১৬.০
৯	কৃষি	২১.০	৫.০	১৫.৪
১০	গ্যাস	৩.৬	৩৬.৭	১৫.২
১১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.২	১৪.৪	১১.০
১২	পাসপোর্ট	৫.৩	৯.১	৭.৫
১৩	কর ও শুল্ক	২.৬	১০.৮	৭.৩
১৪	বিচারিক সেবা	৬.৫	৭.৬	৭.১
১৫	বিআরটিএ	২.৯	৭.৭	৫.৬
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৮.৫	২৫.১	১৭.৯

* বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৮৯.৯% খানার, এবং নতুন সংযোগের জন্য আবেদনকারী ৩.৪% খানা; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯০%। জরিপকৃত মোট খানার ৪২.৭% বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	**৬৮.৪**	**৬৫.০**	**৬৬.৫**
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	**৭৬.১**	**৭০.৯**	**৭২.৫**
২	পাসপোর্ট	**৭৭.১**	**৬৩.০**	**৬৭.৩**
৩	বিআরটিএ	**৭২.৪**	**৬৩.৪**	**৬৫.৪**
৪	বিচারিক সেবা	**৬০.০**	**৬০.৮**	**৬০.৫**
৫	ভূমি সেবা	**৪৩.৩**	**৪৬.১**	**৪৪.৯**
৬	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৪.২	৪১.৭	৪২.৯
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪০.১	৪৪.৪	৪২.৫
৮	কৃষি	৪৫.৫	২৪.৬	৪১.৬
৯	বিদ্যুৎ	৩৯.৮	৩৭.৯	৩৮.৯
১০	গ্যাস	৩৩.৯	৩৯.৪	৩৮.৩
১১	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৬.৭	২৬.৭	২৬.৭
১২	বীমা	১০.৮	১৩.৩	১২.৩
১৩	কর ও শুল্ক	১১.৬	১১.১	১১.১
১৪	ব্যাংকিং	৫.২	৬.০	৫.৭
১৫	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৪.৯	৫.৯	৫.৪
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	২১.৯	২২.০	২২.০

বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার

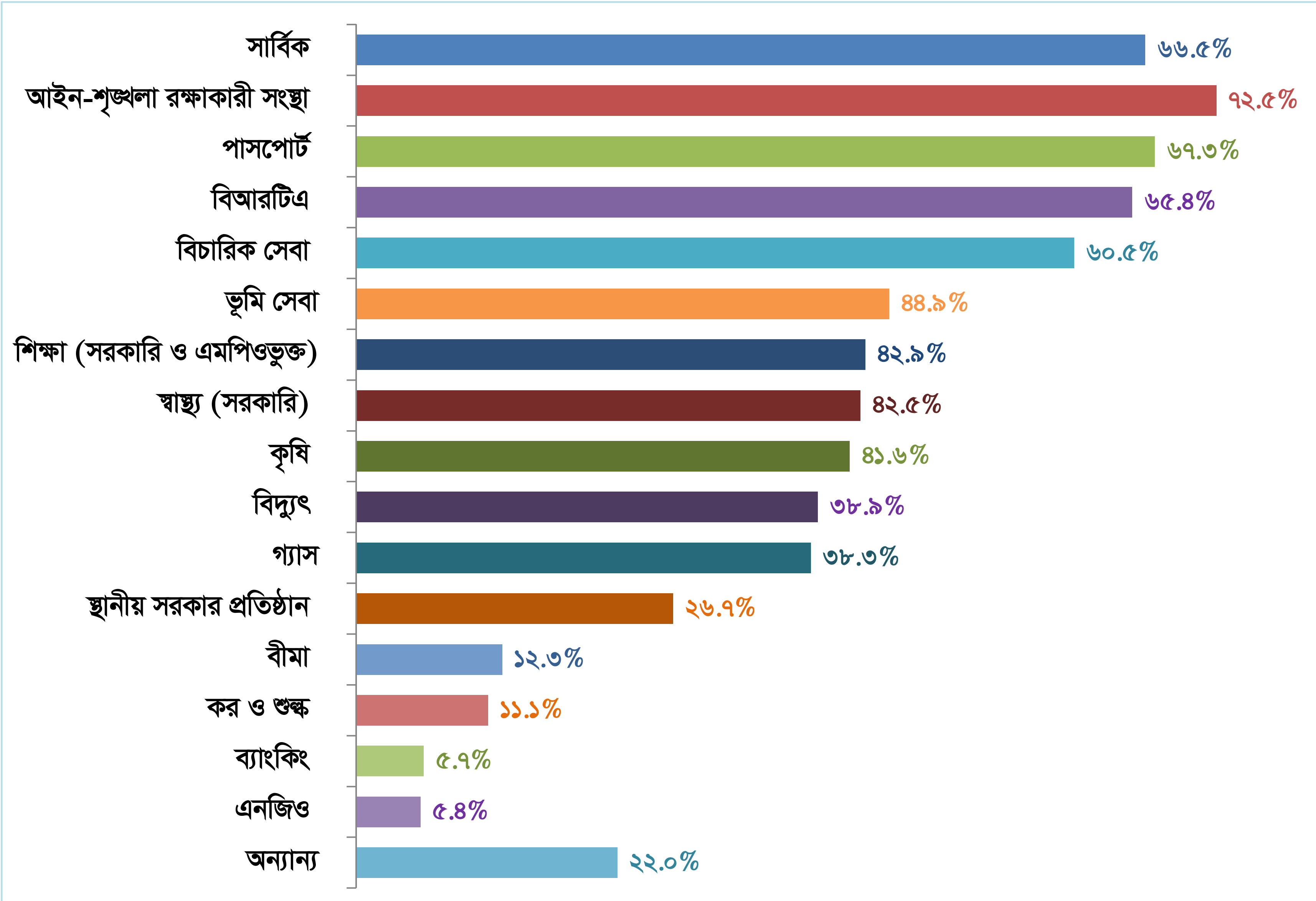

বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের শিকার খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	**৫৪.০**	**৪৬.৬**	**৪৯.৮**
১	বিআরটিএ	**৬৮.০**	**৬১.৭**	**৬৩.১**
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	**৬৩.৬**	**৫৯.৩**	**৬০.৭**
৩	পাসপোর্ট	**৭১.৯**	**৫৩.৭**	**৫৯.৩**
৪	ভূমি সেবা	**৩৭.৬**	**৩৮.০**	**৩৭.৯**
৫	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	**৩৬.৮**	**৩১.৭**	**৩৪.১**
৬	বিচারিক সেবা	৩৩.১	৩২.৫	৩২.৮
৭	কৃষি	৩৩.৮	১৫.৯	৩০.৫
৮	স্বাস্থ্য (সরকারি)	২০.৮	১৯.০	১৯.৮
৯	বিদ্যুৎ	২৫.৯	১০.৫	১৮.৬
১০	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৭.৩	১৯.৪	১৮.৩
১১	গ্যাস	২০.২	৯.৮	১১.৯
১২	কর ও শুল্ক	১০.৭	৯.২	৯.৪
১৩	বীমা	৫.১	৪.৯	৪.৯
১৪	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৯	২.২	১.৫
১৫	ব্যাংকিং	১.১	১.১	১.১
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৭.১	৫.৩	৫.৭

বিভিন্ন খাতে গড় ঘুষের পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ	**৩,৯৩০**	**৭,৭৩৩**	**৫,৯৩০**
১	গ্যাস	২৪,৪৫১*	৩৮,৫৫৫	৩৩,৮০৫
২	বিচারিক সেবা	১১,৫১১	১৯,২৯২	১৬,৩১৪
৩	বীমা	১২,৪৯০	১৬,৪৫৮	১৪,৮৬৫
৪	ভূমি সেবা	৭,৩৯৩	১৪,৩১৫	১১,৪৫৮
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬,৯৬৫	৬,৯৭৫	৬,৯৭২
৬	বিআরটিএ	৬,১৯৯	৬,৩৫৪	৬,৩১৮
৭	কর ও শুল্ক	৯২৮*	৬,০৩৫	৫,২১৩
৮	ব্যাংকিং	২,৭৪৬	৪,৮৫৭	৩,৯৮৫
৯	বিদ্যুৎ	২,৪৯৪	৪,৪৭৩	৩,০৩২
১০	পাসপোর্ট	২,৯৯৪	২,৮১৪	২,৮৮১
১১	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১,৫০৫	১,৬১৮	১,৫৮৯
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৫৯৯	১২০৬	৯০৭
১৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৪৮	৮৮৭	৭১৪
১৪	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৯০	৫৯৩	৪৯৮
১৫	কৃষি	৪৩৫	৯৪৫	৪৮৪
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	২,২৩৪	৬,১০০	৫,০৯২

* সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার

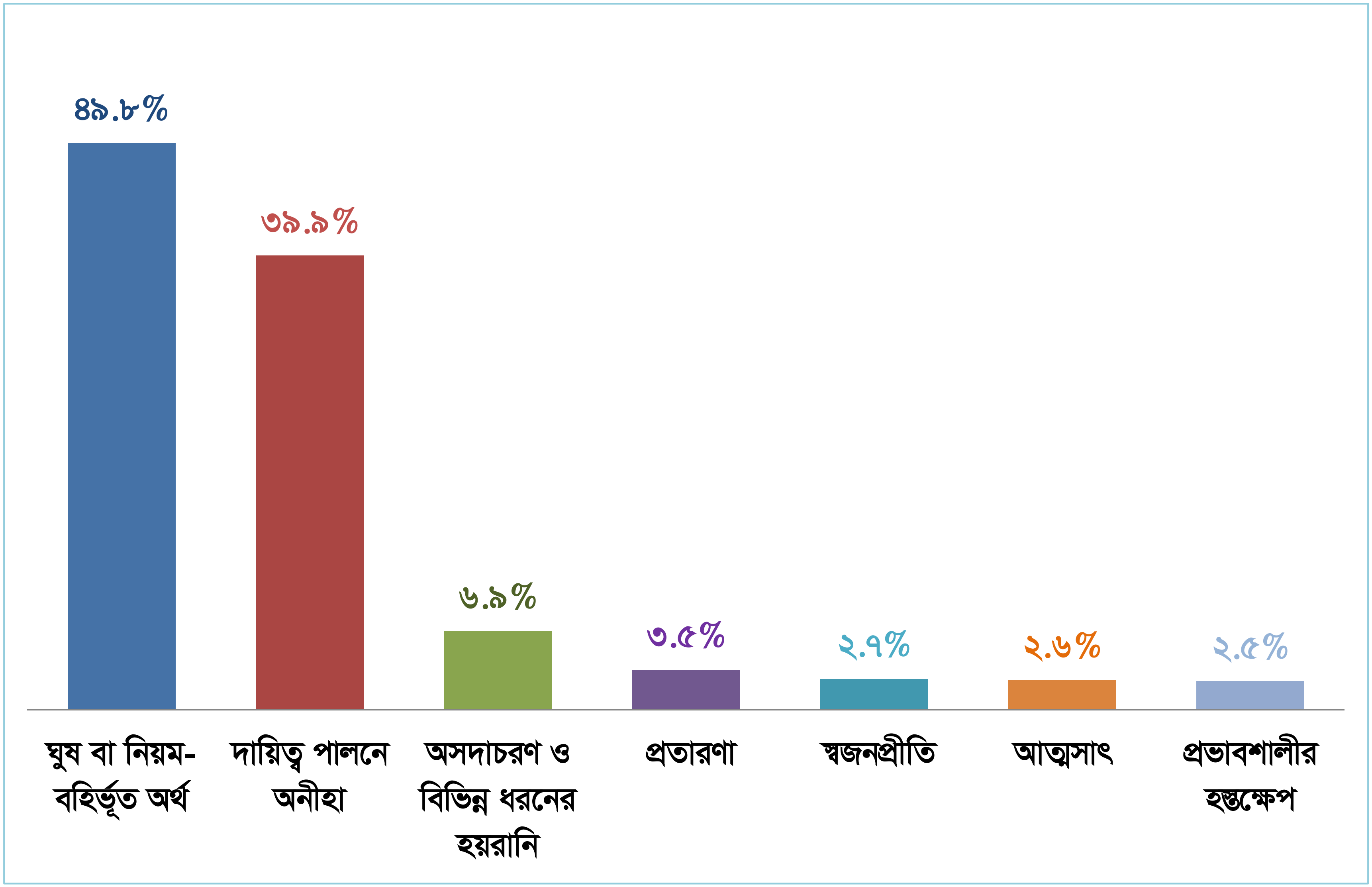

ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ

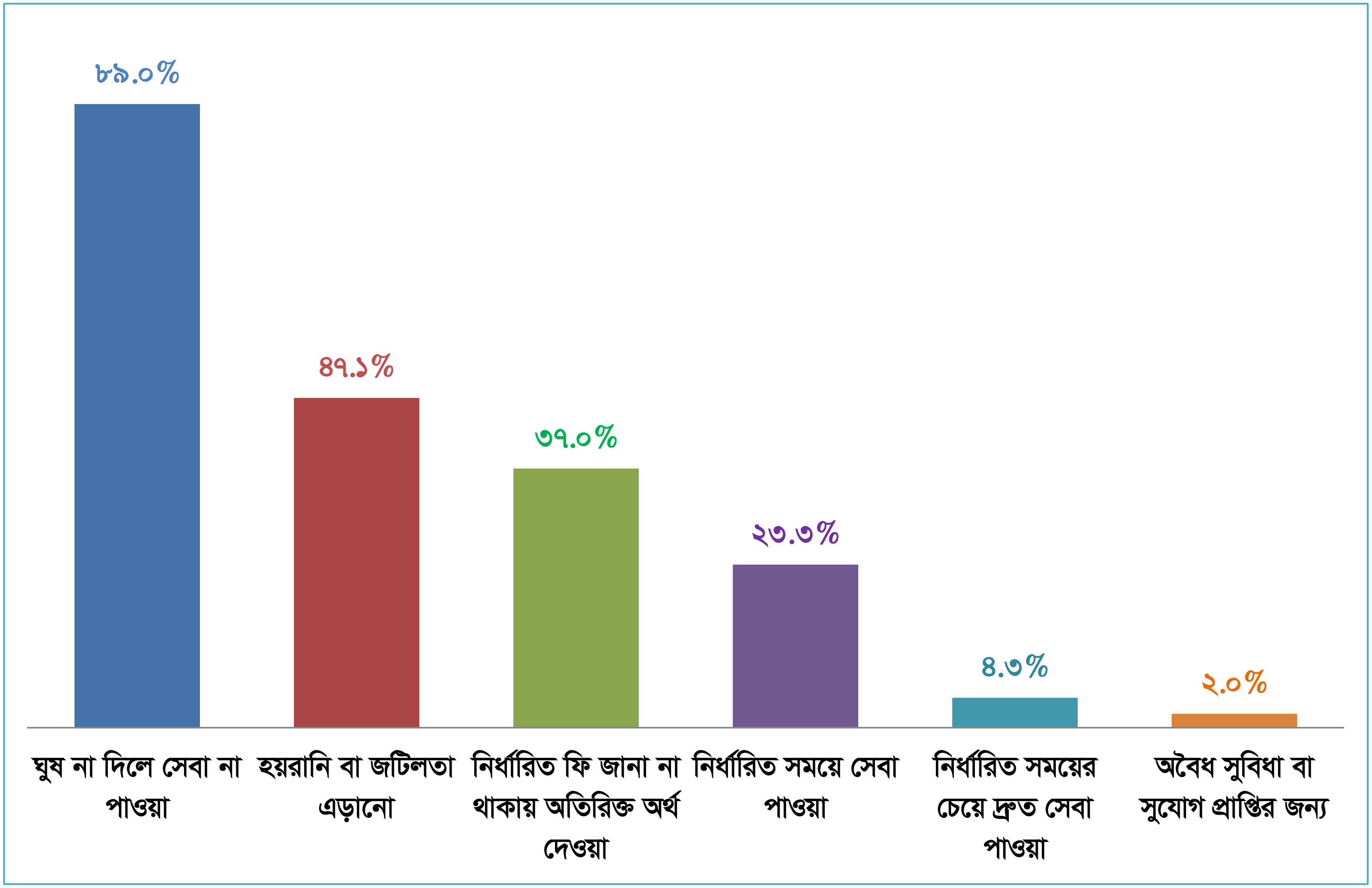

খানা প্রধানের লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

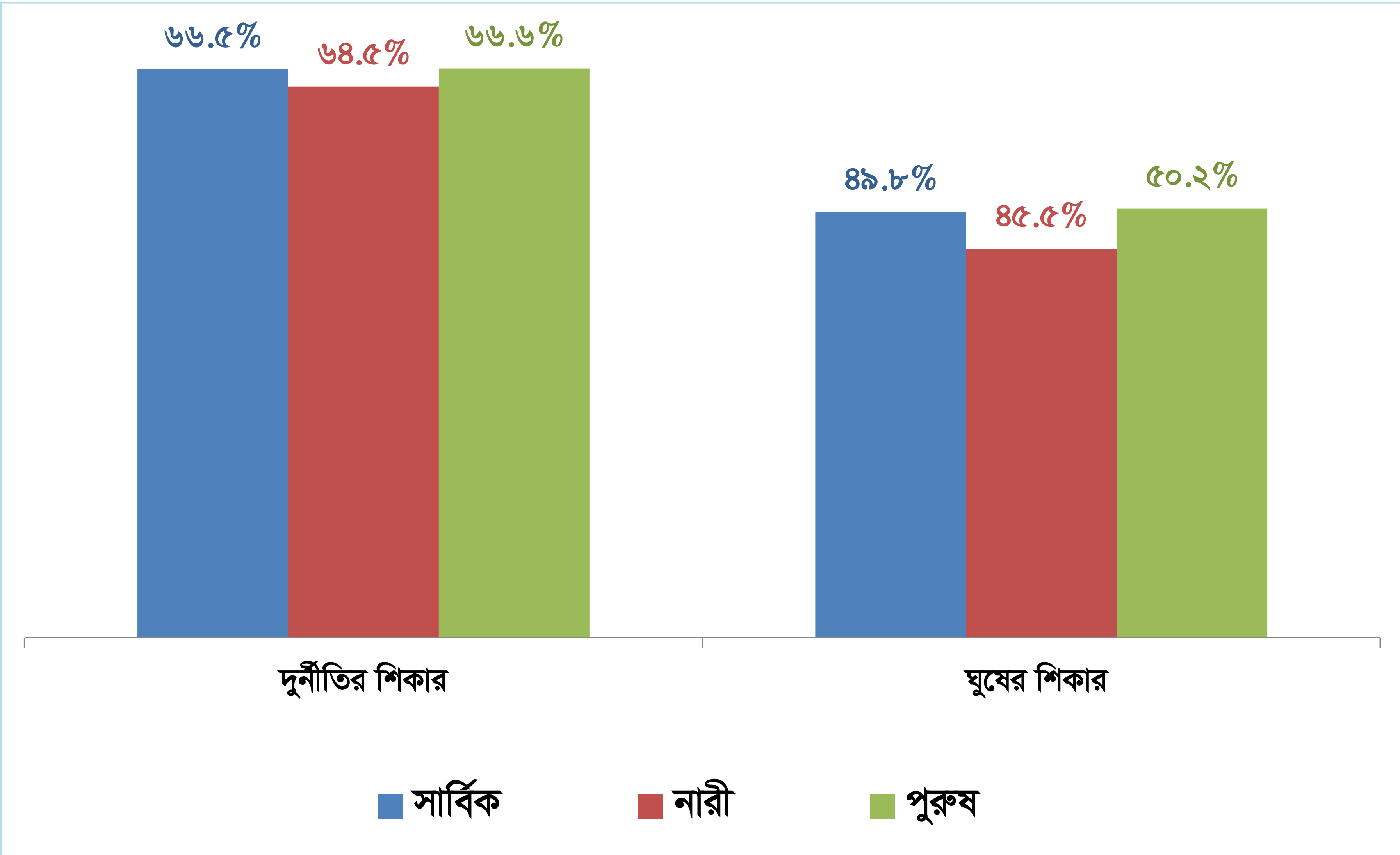

খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

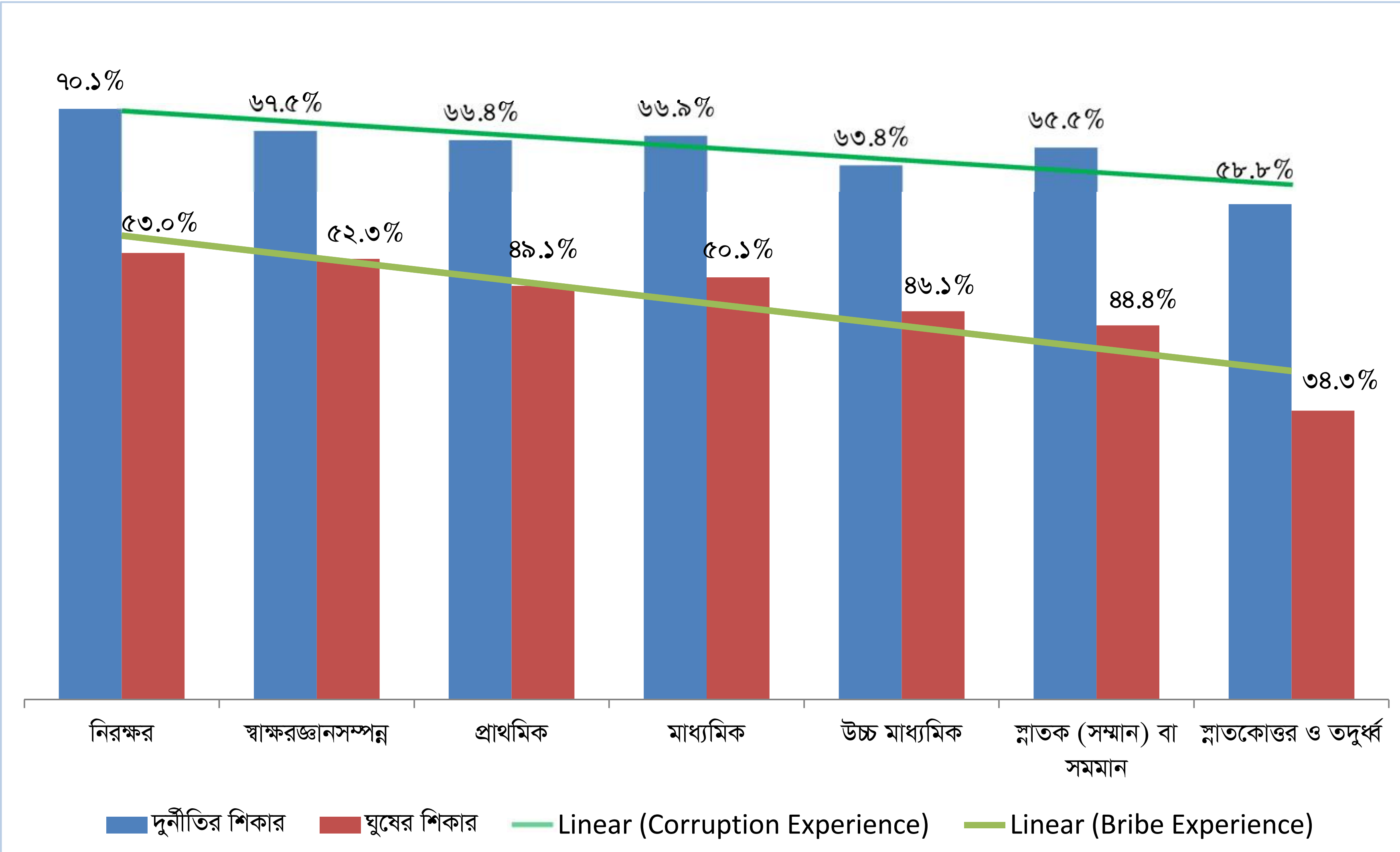

খানা প্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

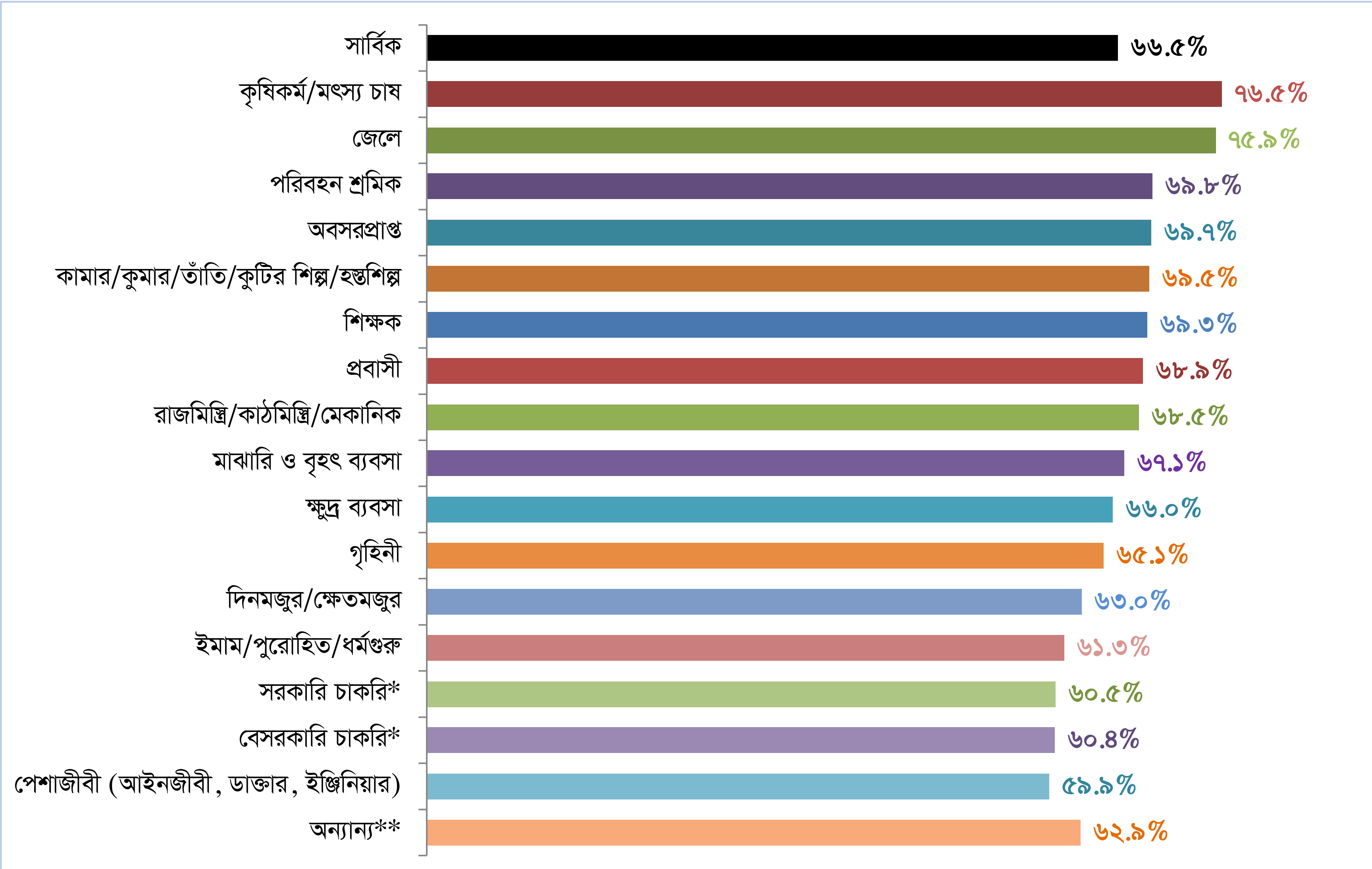

*** শিক্ষক ও পেশাজীবী বাদে**

**** দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লি চিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী, ইত্যাদি**

খানা প্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

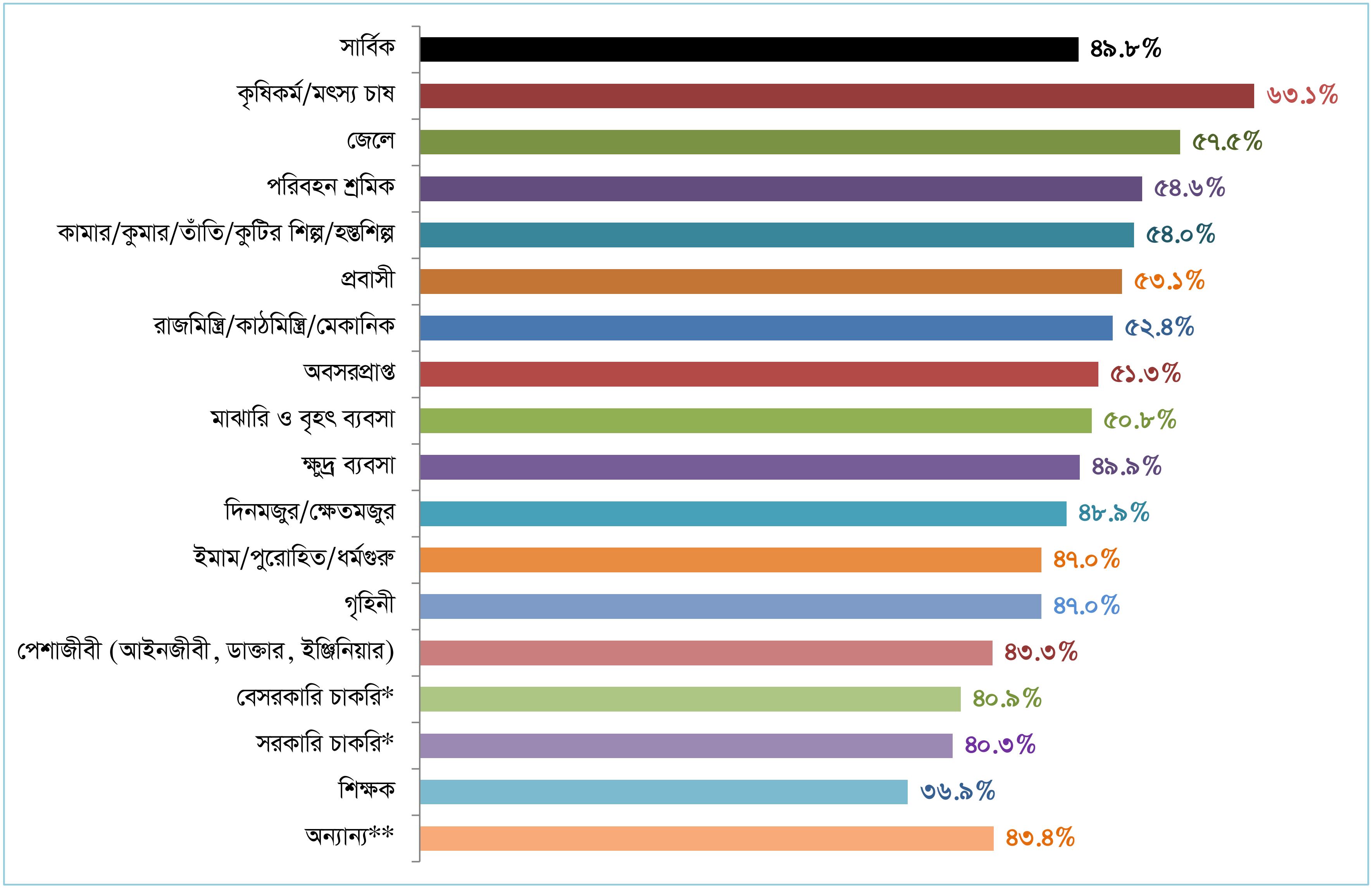

*** শিক্ষক ও পেশাজীবী বাদে**

**** দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লি চিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী, ইত্যাদি**

আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

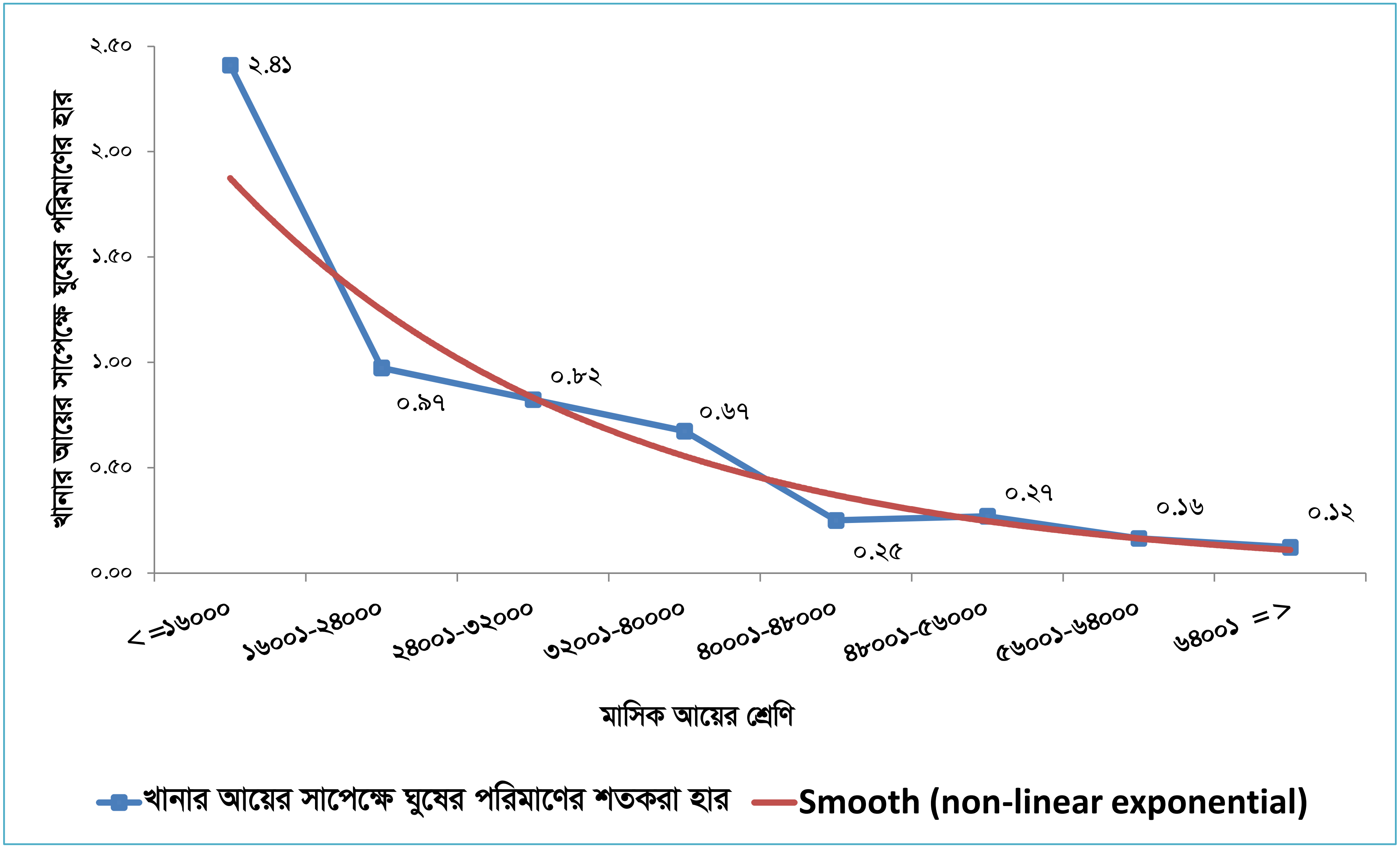

খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর হার(%)		দুর্নীতির শিকার* (%)	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
	সার্বিক (n=৪০১৫৫)	৪৫.৭	৫৪.৩	**৩১.৮**	**৪৫.৫**
১	এনজিও (n=৬৯৯৮)	৭৭.১	২২.৯	৫.২	৫.৬
২	স্বাস্থ্য (সরকারি) (n=৯৫০৬)	৫৬.২	৪৩.৮	৩৭.৩	৩৮.৬
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (n=১৬৪১১)	৫৪.৫	৪৫.৫	৩০.২	২৯.৭
৪	বীমা (n=২৭২০)	৪৭.১	৫২.৯	**১৬.০**	৯.২
৫	ব্যাংকিং (n=১২৩১১)	৩০.০	৭০.০	৬.২	৩.৯
৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=১১৫৬৯)	২৩.৫	৭৬.৫	**২৭.৭**	২৩.৯
৭	গ্যাস (n=২৫৫)	১৯.৬	৮০.৪	৪৪.৫	৩৬.৬
৮	পাসপোর্ট (n=৯৬১)	১৮.১	৮১.৯	৬৯.৩	৬৫.২
৯	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=১৭৪৮)	১৩.৭	৮৬.৩	৭১.৪	৭২.৫
১০	বিদ্যুৎ (n=৯৩৬৬)	১৩.৮	৮৬.২	৩৪.৭	**৩৯.০**
১১	বিচারিক সেবা (n=১২০৬)	১৩.৩	৮৬.৭	**৭১.৮**	৫৯.৫
১২	ভূমি সেবা (n=২৬৬১)	৯.৩	৯০.৭	৪৭.৮	৪৭.৩
১৩	কর ও শুল্ক (n=৭২৬)	৯.২	৯০.৮	৭.১	**১১.১**
১৪	কৃষি (n=২৪৪৭)	৪.১	৯৫.৯	২২.৯	**৪২.০**
১৫	বিআরটিএ (n=৬০৪)	২.৩	৯৭.৭	৬৮.৪	৬৫.৯
১৬	অন্যান্য (n=২৯৮২)	৩৮.৮	৬১.২	**১১.১**	১৯.০

*সেবাগ্রহণকারী নারী-পুরুষের মধ্যে

সেবাগ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার

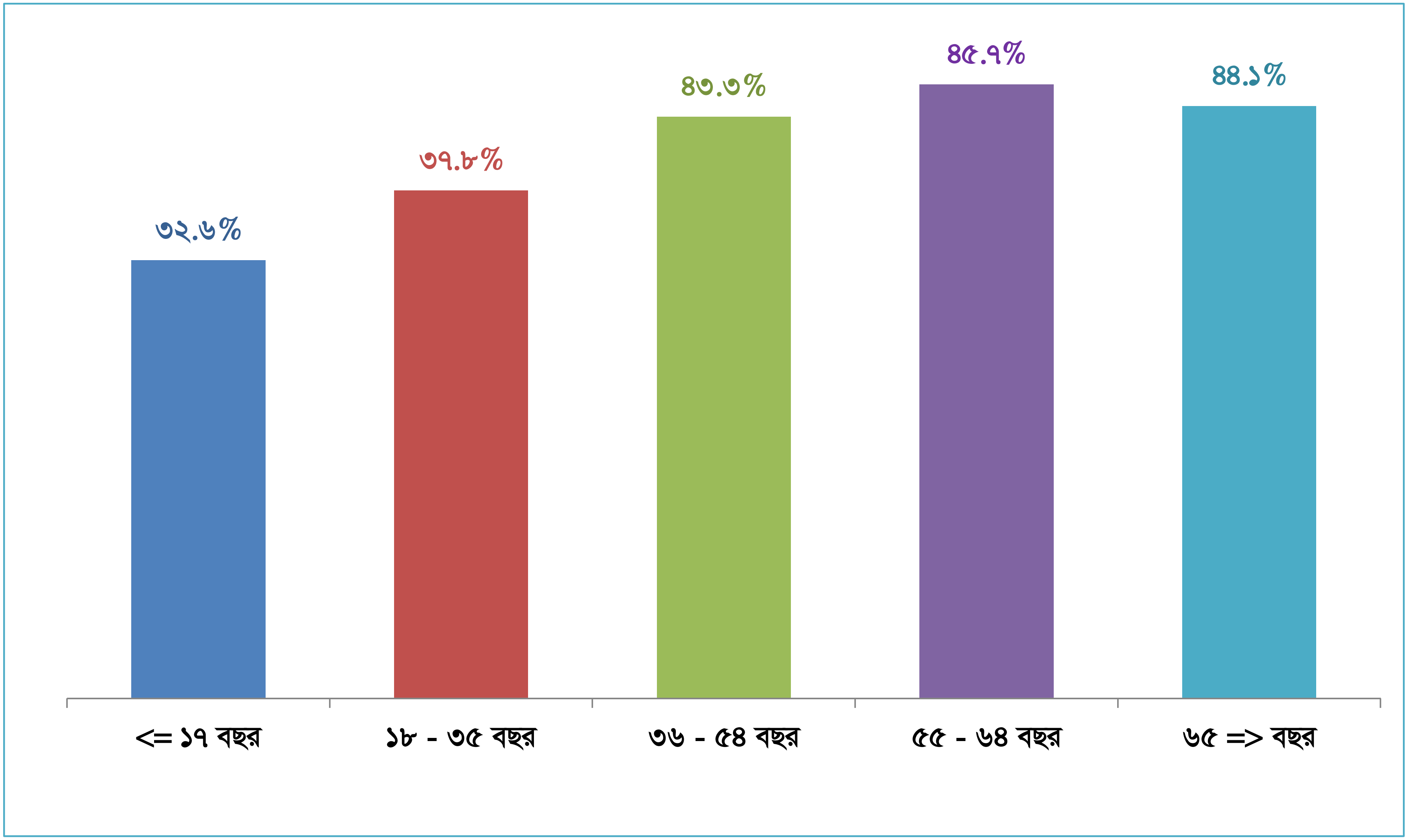

সেবাগ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)				
		< = ১৭ বছর	১৮-৩৫ বছর	৩৬-৫৪ বছর	৫৫-৬৪ বছর	৬৫ > = বছর
	সার্বিক	৩২.৬	৩৭.৮	৪৩.৩	৪৫.৭	৪৪.১
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৮.৪	৩৯.৩	৩৫.৫	৪২.৫	৩১.৪
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)*	৩১.৩	২৭.০	৩২.০	৩৫.৭	৩৯.২
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৮.৮	৩০.১	২২.৪	১৮.০	২০.২
৪	বিদ্যুৎ	৪১.৮	৪০.৮	৩৮.১	৩৭.৮	৩৪.১
৫	ব্যাংকিং	১.৪	৪.৫	৫.১	৪.৮	৩.৩
৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	-	৪.৮	৫.৭	৫.৫	১১.৬
৭	কৃষি	-	৩৬.৮	৪১.৩	৩৭.৬	৫৩.৬
৮	ভূমি সেবা	-	৪৭.৫	৪৯.৩	৪১.৯	৪৮.৫
৯	বীমা	-	৮.১	১৮.৩	১০.৮	৬.৮
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	-	৭৮.০	৬৭.৯	৬২.৭	৫৮.৫
১১	বিচারিক সেবা	-	৬৪.৬	৬২.০	৫১.৪	৬০.৫
১২	পাসপোর্ট	-	৬৮.২	৬৪.৮	৫৬.৯	৪৯.৯
১৩	গ্যাস	-	৪৮.৩	৩২.৬	৩৫.১	৩৯.৯
১৪	বিআরটিএ	-	৭২.২	৫৯.৮	৫০.৭	-
১৫	কর ও শুল্ক	-	৫.৫	১০.৬	৪.২	৩৮.৭
১৬	অন্যান্য	-	১৬.৭	১৩.৪	২০.৪	১৬.১

- সীমিত উপাত্ত বা উপাত্ত না থাকা;

**শিক্ষা খাতে কিছু ক্ষেত্রে বয়স্করা সন্তানের বিভিন্ন ফি দিতে যেয়ে বিভিন্ন দুর্নীতির শিকার হয়

খাতভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্রঃ ২০১৫ - ২০১৭*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৫	২০১৭
	সার্বিক	**৬৭.৮**	**৬৬.৫**
১	গ্যাস	১১.৯	৩৮.৩
২	কৃষি	২৫.৮	৪১.৬
৩	বিচারিক সেবা	৪৮.২	৬০.৫
৪	বিদ্যুৎ	৩১.৯	৩৮.৯
৫	বিআরটিএ	৬০.১	৬৫.৪
৬	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৭.৫	৪২.৫
৭	বীমা	৭.৮	১২.৩
৮	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৩.০	৫.৪
৯	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬০.৮	৪২.৯
১০	পাসপোর্ট	৭৭.৭	৬৭.৩
১১	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.১	২৬.৭
১২	ভূমি সেবা	৫৩.৪	৪৪.৯
১৩	কর ও শুল্ক	১৮.১	১১.১
১৪	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৬	৭২.৫
১৫	ব্যাংকিং	৫.৩	৫.৭
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	১৭.১	২২.০

** ২০১৫ ও ২০১৭ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে কালো সংখ্যা দিয়ে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী অপরিবর্তিত, লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে*

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭

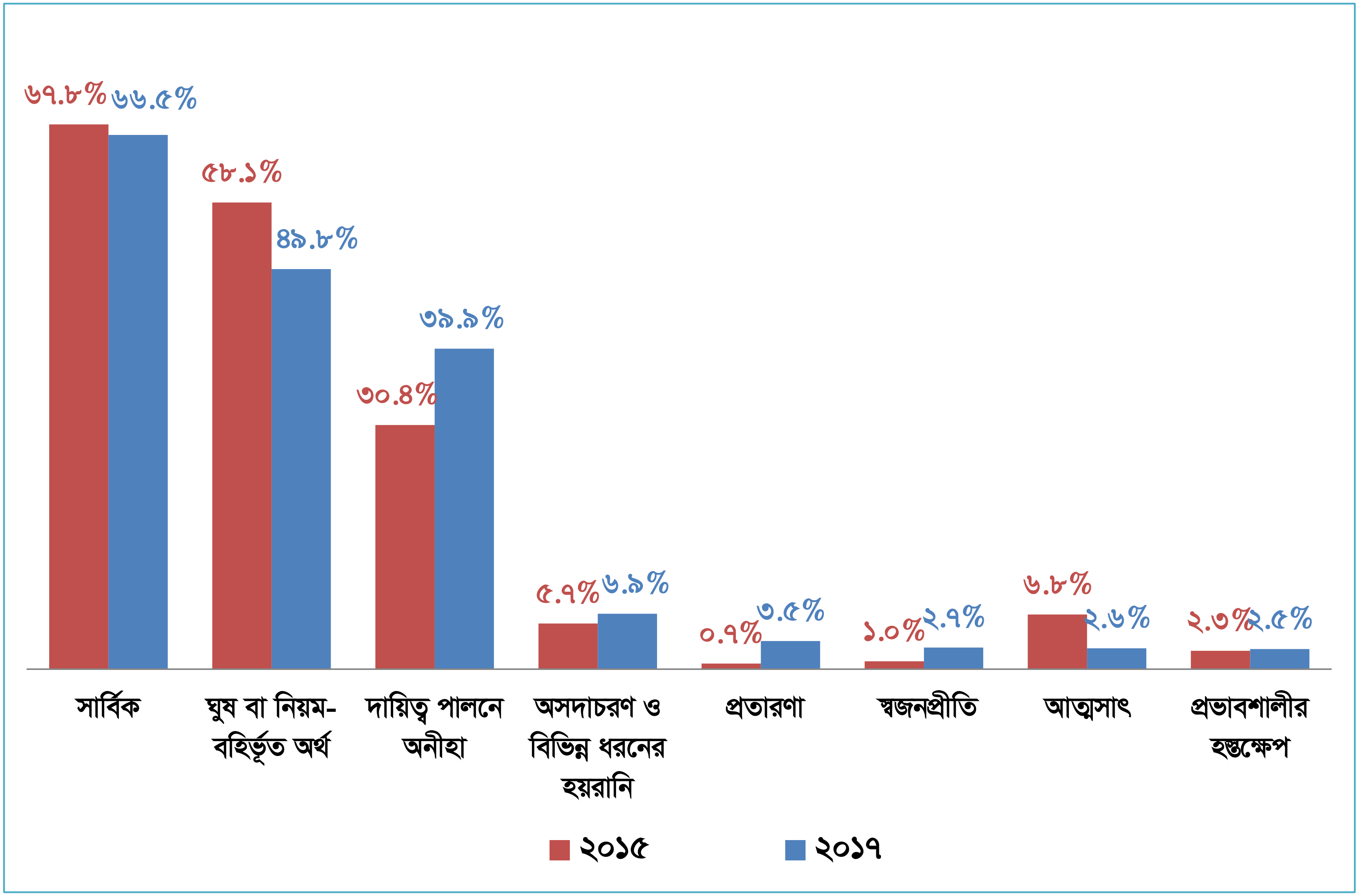

খাতভেদে ঘুষের শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্রঃ ২০১৫ - ২০১৭

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)	
		২০১৫	২০১৭
	সার্বিক	**৫৮.১**	**৪৯.৮**
১	কৃষি	১৮.২	৩০.৫
২	বিআরটিএ	৫২.৩	৬৩.১
৩	বিচারিক সেবা	২৮.৯	৩২.৮
৪	বীমা	১.৮	৪.৯
৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৬.৭	১৯.৮
৬	গ্যাস	১০.৬	১১.৯
৭	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.০	১.৫
৮	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৬.৯	৩৪.১
৯	পাসপোর্ট	৭৬.১	৫৯.৩
১০	ভূমি সেবা	৪৯.৮	৩৭.৯
১১	বিদ্যুৎ	২৮.৪	১৮.৬
১২	কর ও শুল্ক	১৪.৭	৯.৪
১৩	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯	৬০.৭
১৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২২.৩	১৮.৩
১৫	ব্যাংকিং	১.৮	১.১
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	১০.০	৫.৭

** ২০১৫ ও ২০১৭ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে*

ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ: ২০১৫ ও ২০১৭

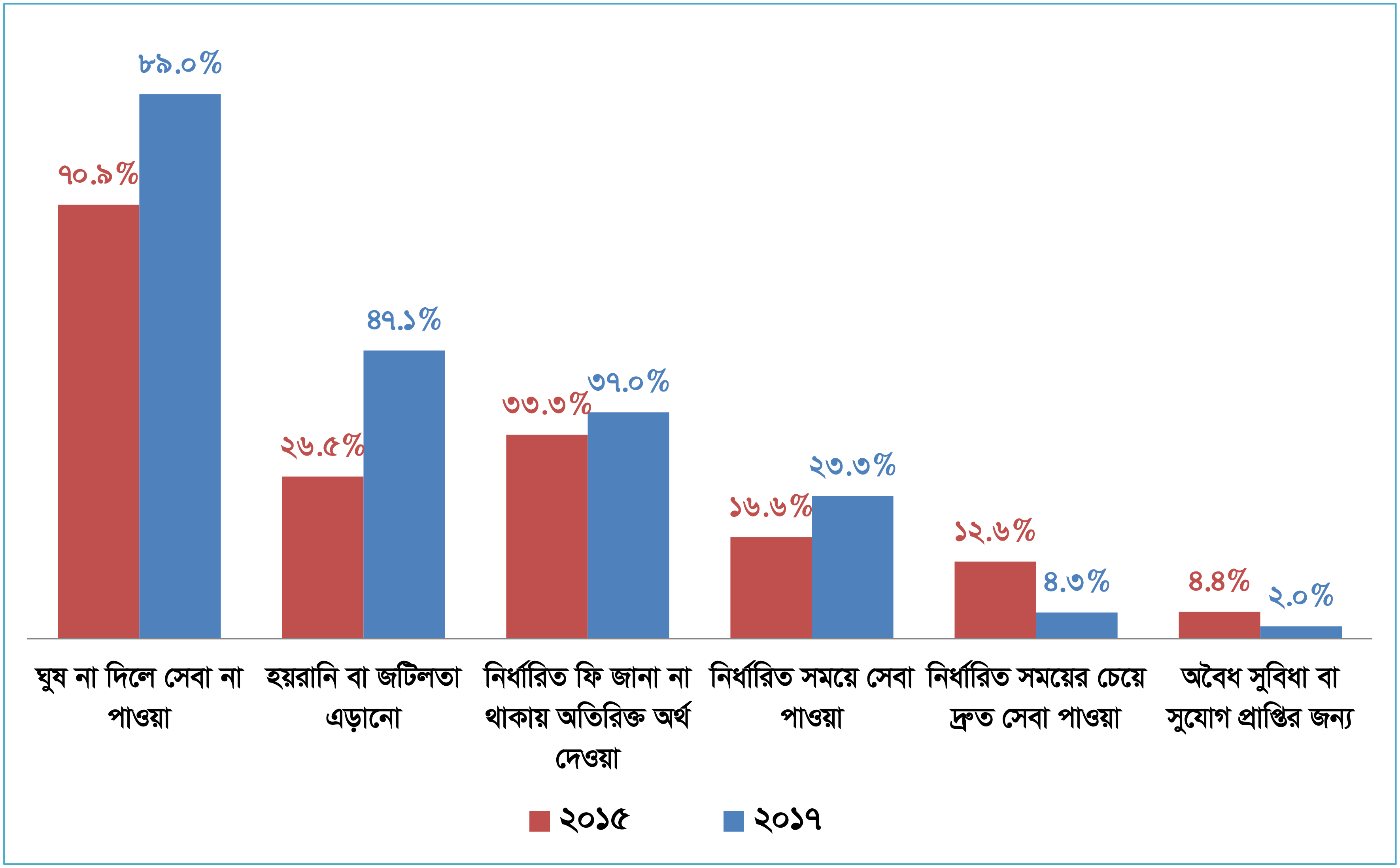

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র ২০১২ থেকে ২০১৭

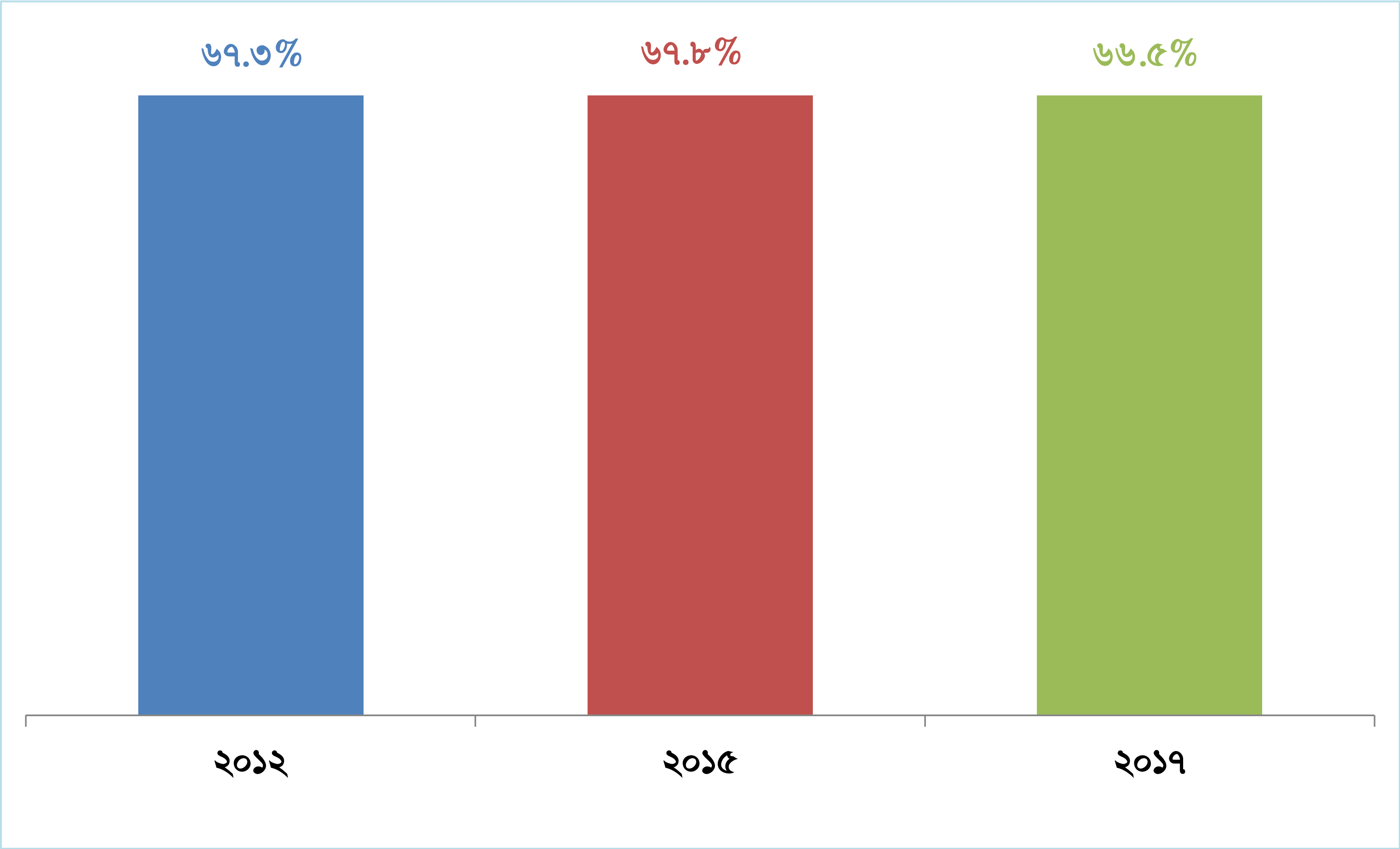

গড় ঘুষের পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র
২০১২ থেকে ২০১৭

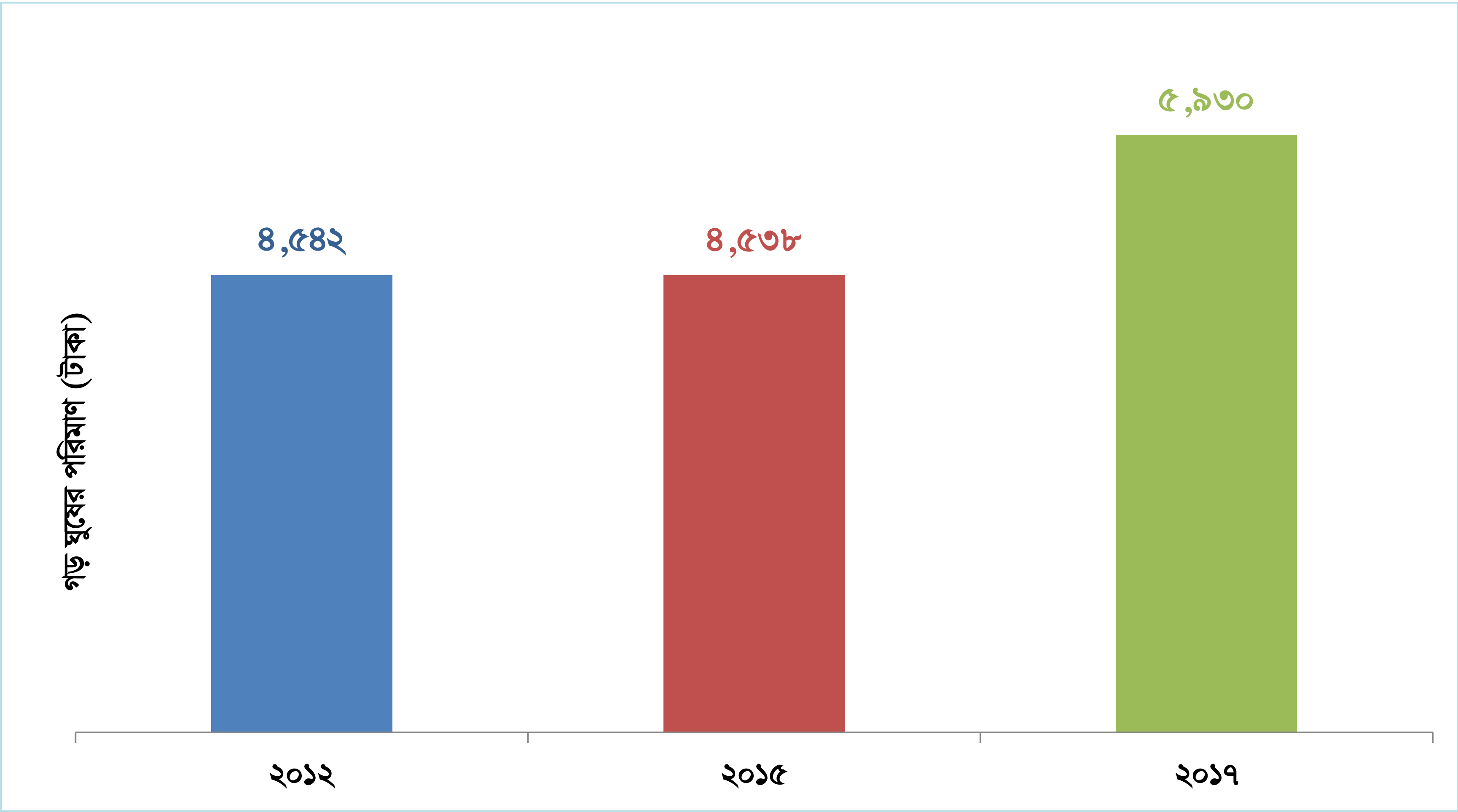

২০১৭ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত* মোট ঘুষ (কোটি টাকা)
	মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	১০৬৮৮.৯
১	ভূমি সেবা	২৫১২.৯
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২১৬৬.৯
৩	বিচারিক সেবা	১২৪১.৯
৪	বিদ্যুৎ	৯১৪.১
৫	বিআরটিএ	৭১০.২
৬	গ্যাস	৫২৮.১
৭	বীমা	৫০৯.৯
৮	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫৫.২
৯	পাসপোর্ট	৪৫১.৬
১০	স্থানীয় সরকার	৩৩৮.৭
১১	স্বাস্থ্য	১৬০.২
১২	কর ও শুল্ক	১২৩.৮
১৩	ব্যাংকিং	১১২.৯
১৪	কৃষি	৫১.০
১৫	এনজিও	৩৬.৪
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৩৭৫.১

- ২০১৭ সালের জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৫ সালের তুলনায় ১,৮৬৭.১ কোটি টাকা (২১.২%) বেশি
- জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৫% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪%
- মাথাপিছু প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ২০১৭ সালে ৬৫৮ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৫৩৩ টাকা

* বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ২০১১ সালের গণশুমারী অনুযায়ী নির্ণীত- মোট প্রাক্কলিত খানা ৩.৭৩ কোটি।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৫	৬০.৭	৬,৯৭২
২	পাসপোর্ট	৬৭.৩	৫৯.৩	২,৮৮১
৩	বিআরটিএ	৬৫.৪	৬৩.১	৬,৩১৮
৪	বিচারিক সেবা	৬০.৫	৩২.৮	১৬,৩১৪
৫	ভূমি সেবা	৪৪.৯	৩৭.৯	১১,৪৫৮
৬	শিক্ষা	৪২.৯	৩৪.১	৭১৪
৭	স্বাস্থ্য	৪২.৫	১৯.৮	৪৯৮

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ (চলমান...)

- ২০১৭ সালে সার্বিকভাবে ৬৬.৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত তিনটি খাত হলো- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭২.৫%), পাসপোর্ট (৬৭.৩%) ও বিআরটিএ (৬৫.৪%)
- ২০১৭ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪৯.৮%, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হলো-বিআরটিএ (৬৩.১%), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬০.৭%) ও পাসপোর্ট (৫৯.৩%) সেবা
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষ প্রদানকারী খানার ৮৯% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' - এ কথা বলেছেন অর্থাৎ ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ২০১৭ সালে সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৫,৯৩০ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের তিনটি খাত হলো-গ্যাস (৩৩,৮০৫ টাকা), বিচারিক সেবা (১৬,৩১৪ টাকা) ও বীমা খাত (১৪,৮৬৫ টাকা)
- ২০১৭ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪% এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৫%
- ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে কোনো কোনো খাতে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে (গ্যাস, কৃষি, বিচারিক সেবা) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (শিক্ষা, পাসপোর্ট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)
- ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে কোনো কোনো খাতে ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে (কৃষি, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (শিক্ষা, পাসপোর্ট, ভূমি সেবা)
- ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে সেবা খাতে ঘুষের শিকার খানার হার কমলেও ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ (চলমান...)

- আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তারতম্য দেখা যায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী, স্বল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র খানা দুর্নীতির শিকার বেশি হচ্ছে
  - ২০১৭ সালে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি (৬৫% বনাম ৬৮.৪%)। অনুরূপভাবে, শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ঘুষের শিকার খানার হারও বেশি (৪৬.৬% বনাম ৫৪%)
  - খানা প্রধানের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষর ও স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন খানা প্রধানের দুর্নীতিতে শিকার হওয়ার হার বেশি
  - খানা প্রধানের পেশার ক্ষেত্রে চাকরিজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের তুলনায় সাধারণ পেশার জনগণ (কৃষি/মৎস্য চাষী, জেলে, পরিবহন শ্রমিক, ইত্যাদি) তুলনামূলক দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার বেশি হয়
  - উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয় (০.১২% বনাম ২.৪১%)
- ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় ৩৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সের সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়

জরিপের উত্তরদাতাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে টিআইবি'র সুপারিশ

১. বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

২. সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করতে হবে

৩. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৫. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে

জরিপের উত্তরদাতাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে টিআইবি'র সুপারিশ

(চলমান...)

৭. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকল অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

৮. সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে

৯. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুর্নিদিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রচলন ও কার্যকর করতে হবে এবং নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে

১০. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে

১১. জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে

১২. দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ

বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিচিতি

নাম	প্রতিষ্ঠান
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ	প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক পিকে মতিউর রহমান	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান	লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক এ.কে এনামুল হক	অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান	উন্নয়ন অধ্যায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার হ্রাসের সম্ভাব্য কারণ

- ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বিভিন্ন খাতে সরকারের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, তদারকি বৃদ্ধি এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থার বাস্তবায়নের কারণে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে-
  - ➢ সেবা খাতে ডিজিটালাইজড সেবা বৃদ্ধি:
    - স্থানীয় সরকার খাতে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সনদ ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদান
    - সিওর ক্যাশ ও বিকাশের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা প্রেরণ
    - ভূমি খাতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চার আবেদন করা
    - পাসপোর্ট সেবায় অনলাইনে ফি জমাদান
    - অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি ও পুলিশ প্রতিবেদন প্রেরণ
  - ➢ শিক্ষা খাতে বই বিতরণ ও উপবৃত্তির তালিকাভুক্তিতে ঘুষের হার হ্রাস
  - ➢ বিদ্যুৎ খাতে সংযোগ সংক্রান্ত সেবা হ্রাস পাওয়া; যেহেতু সংযোগের সাথে ঘুষের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এ কারণে বিদ্যুৎ খাতসহ সার্বিকভাবে ঘুষের হার হ্রাস পেয়েছে
  - ➢ পাসপোর্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য নির্দেশিকা, কক্ষের নম্বর সম্বলিত নির্দেশনা এবং দালালের হয়রানি বিষয়ে সতর্কতার নোটিস
  - ➢ ভূমি খাতে মাঠ পর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধি